# 45651 - জুমার খোতবার সময় চুপ থাকা ও কথা বলার বিধান

প্রশ্ন

আমি জুমার নামাযে উপস্থিত হলাম। যখন কোন মুসল্লি মসজিদে প্রবেশ করেন তিনি সালাম দেন; অন্য মুসল্লিরা সালামের উত্তর দেয়। এমন কি যারা কুরআন শরিফ পড়েন তারাও উত্তর দেন। এরপর যখন খোতবা শুরু হল তখনও কিছু কিছু মুসল্লি মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং সালাম দিলেন। ইমাম সাহেব নিম্নস্বরে তাদের সালামের জবাব দিলেন। এটা করা কি জায়েয?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

জুমার নামাযে উপস্থিত ব্যক্তিদের উপর নীরবতা পালন করে ইমামের খোতবা শুনা ফরজ। অন্যের সাথে কথা বলা নাজায়েয। এমনকি সে কথা যদি অন্যকে চুপ করানোর জন্যে হয় সে কথাও। যে ব্যক্তি এমন কিছু করল সে অনর্থক কাজ করল। আর যে ব্যক্তি অনর্থক কাজ করল তার জুমা নেই।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "জুমার দিন ইমাম খোতবাদানকালে আপনি যদি পাশের কাউকে বলেন:'চুপ থাকুন' তাহলে আপনি জুমার সওয়াব নষ্ট করে দিলেন।" [সহিহ বুখারি (৮৯২) ও সহিহ মুসলিম (৮৫১)]

এই নিষেধাজ্ঞা শরিয়ত অনুমোদিত প্রশ্নের উত্তর প্রদানকেও অন্তর্ভুক্ত করবে; অন্য দুনিয়াবি বিষয়গুলোকে তো করবেই।

আবুদ দারদা (রাঃ) বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বারে বসে মানুষের উদ্দেশ্যে খোতবা দিচ্ছিলেন। তিনি একটি আয়াত তেলাওয়াত করলেন। আমার পাশে ছিল উবাই ইবনে কাব। আমি তাঁকে বললাম: উবাই; এ আয়াতটি কখন নাযিল হয়েছে? তিনি আমার সাথে কোন সাড়া দিলেন না। আমি এরপরেও তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তারপরেও তিনি কোন সাড়া দিলেন না। এক পর্যায়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মিম্বার থেকে নামলেন তখন উবাই আমাকে বললেন: তুমি যে অনর্থক কথা বলছে সেটা ছাড়া তুমি জুমার কোন সওয়াব পাবে না। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামায শেষ করলেন তখন আমি তাঁর কাছে এসে বিষয়টি জানালাম: তখন তিনি বললেন, উবাই ঠিক বলেছে। যখন ইমাম কথা বলা শুরু করে তখন ইমাম কথা শেষ করা পর্যন্ত চুপ থাকবে"।[মুসনাদে আহমাদ (২০৭৮০), সুনানে ইবনে মাজাহ (১১১১), আল-বুসিরি হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন, অনুরূপভাবে আলবানীও 'তামামুল মিল্লাহ' গ্রন্থে (৩৩৮) সহিহ বলেছেন]

এ হাদসিটি প্রমাণ করে যে, জুমার দনি ইমামরে খোতবাকালে নরিবতা পালন করা ফরজ এবং কথা বলা হারাম।

ইবনে আব্দুল বার বলনে:

ফকিাহবদিদরে মাঝে এ ব্যাপারে কোন মতভদে নইে যে, যে ব্যক্তরি কানে খোতবার শব্দ পৌঁছে তার উপর চুপ থাকা ফরজ।[আল-ইসতযিকার (৫/৪৩)]

খোতবার সময় চুপ থাকার হুকুম উল্লখে করতে গয়িে ইবনে রুশদ বলনে:

যারা বলনে, 'জুমার খোতবা চলাকালে চুপ থাকা ফরজ নয়' আমি তাদরে মতরে পক্ষে কোন ওজুহাত পাই না। তবে তারা যদি মনে করনে যে, এ নর্দিশেটি কুরআনরে আয়াতরে নর্দিশেনার সাথে সাংঘর্ষকি তাহলে হতে পারে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা বলনে: "যখন কুরআন তলোওয়াত করা হয় তখন কুরআন শুন এবং চুপ থাক"[সূরা আরাফ, আয়াত: ২০৪] এর মানে কুরআন ছাড়া অন্য কছিুর জন্য চুপ থাকা ফরজ নয়। তবে এ ধরণরে দললি দুর্বল। আল্লাহই ভাল জাননে। অধকি সম্ভাবনা হচ্ছে- এ মতরে প্রবক্তাদরে নকিট হাদসিটি পৌঁছনে।[বদিায়াতুল মুজাতাহদি (১/৩৮৯) থকেে সমাপ্ত]

এ বধিান থকেে বাদ পড়বে- প্রয়োজনে কংিবা কল্যাণার্থে ইমামরে সাথে কথা বলা এবং মোক্তাদদিরে সাথে ইমামরে কথা বলা।

আনাস বনি মালকে (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে যামানায় একবার দুর্ভক্ষি দখো দলি। সে সময় একদনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমার খোতবা দচ্ছিলিনে, সে মুহূর্তে একজন বদেুইন দাঁড়য়িে বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। পরবিার-পরজিন ক্ষুধায় কাতর। আপনি আমাদরে জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করুন। তখন তনিি দুই হাত তুললনে...। তাঁর দুআর ফলে সদেনি বৃষ্টি নামল, এর পররে দনিও বৃষ্টি হল, এর পররে দনি, এর পররে দনিও বৃষ্টি হল, পরবর্তী শুক্রবার পর্যন্ত বৃষ্টি অব্যাহত থাকল। সইে জুমাতে একই বদেুইন অথবা অন্য একজন দাঁড়য়িে বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! ঘরবাড়ি ভঙ্গেে যাচ্ছে। সম্পদ ডুবে যাচ্ছে। আমাদরে জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করুন। তখন তনিি দু হাত তুললনে...[সহহি বুখারী (৮৯১) ও সহহি মুসলমি (৮৯৭)]

জাবরে বনি আব্দুল্লাহ থকেে বর্ণতি তনিি বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমার দনি খোতবাদানকালে এক ব্যক্তি (নামাযে) এল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে লক্ষ্য করে বললনে: ওহে অমুক, তুমি কি নামায পড়ছে? সে বলল: না। তনিি বললনে: দাঁড়য়িে দুই রাকাত নামায পড়ে নাও।[সহহি বুখারী (৮৮৮) ও সহহি মুসলমি (৮৭৫)]

যারা এ ধরণরে হাদসিগুলো দয়িে মুসল্লদিরে পারষ্পারকি কথা বলা জায়যে হওয়া কংিবা নরিবতা পালন করা ওয়াজবি না হওয়ার পক্ষে দললি দনে তাদরে অভমিত সঠকি নয়।

ইবনে কুদামা বলেন:

তারা যে হাদিসগুলো দিয়ে দলিল দেন সে হাদিসগুলো কোনটি ইমামের সাথে কথা বলার সাথে খাস; আর কোনটি মুসল্লির সাথে ইমামের কথা বলার সাথে খাস। এতে করে খোতবা শুনায় কোন ব্যাঘাত ঘটে না। এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করেন যে, তুমি কি নামায পড়ছে? সে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশ্নের জবাব দেন। অনুরূপভাবে উসমান (রাঃ) খোতবা প্রদানকালে উমর (রাঃ) তাঁকে প্রশ্ন করলে তিনি প্রশ্নের জবাব দেন। তাই এ ধরণের হাদিসগুলোকে এ অর্থে গ্রহণ করা অনিবার্য; যাতে করে সবগুলো হাদিসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যায়। অন্য কোন অবস্থাকে এর উপর কিয়াস করা সহিহ হবে না। কারণ খোতবা প্রদানকালে তো ইমামের অন্য কোন কথা বলার সুযোগ নেই; যেমনটি মোক্তাদিদের সুযোগ আছে।[সমাপ্ত; আল-মুগনি (২/৮৫)]

পক্ষান্তরে, খোতবা চলাকালে হাঁচির উত্তর দেয়া ও সালামের জবাব দেয়ার মাসয়ালায় আলেমগণ মতানৈক্য করেছেন।

ইমাম তিরমিযি তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদিস "যদি আপনি আপনার পাশের লোককে বলেন..." বর্ণনা করার পর বলেন: সালামের জবাব দেয়া ও হাঁচির উত্তর দেয়ার ব্যাপারে আলেমগণ মতানৈক্য করেছেন। কোন কোন আলেম জুমার খোতবা চলাকালে সালামের জবাব দেয়া ও হাঁচির উত্তর দেয়ার ব্যাপারে ছাড় দেন। এটি ইমাম আহমাদ ও ইসহাকের অভিমত। তাবেয়ীদের মধ্যে কিছু আলেম ও অন্যান্য কিছু আলেম একে মাকরূহ বলেছেন। এটি ইমাম শাফেয়ীর অভিমত।[সমাপ্ত]

স্থায়ী কমিটির ফতোয়া সমগ্রতে (৮/২৪২) এসেছে:

আলেমগণের বিশুদ্ধ মতানুযায়ী, খোতবা চলাকালে হাঁচির উত্তর দেয়া ও সালামের জবাব দেয়া জায়েয নয়। কেননা হাঁচির উত্তর ও সালামের জবাব কথার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। হাদিসের সাধারণ ভাবের দলিলের ভিত্তিতে খোতবা চলাকালে সব ধরণের কথা বলা নিষিদ্ধ।

স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্রতে (৮/২৪৩) আরও এসেছে-

ইমাম খোতবা প্রদানকালে যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে যদি খোতবার শব্দ শুনা যায় তাহলে উপস্থিত মুসল্লিদেরকে সালাম দেয়া জায়েয নেই। আর যারা মসজিদে আছে ইমামের খোতবা চলাকালে তাদের পক্ষ থেকেও সালামের জবাব দেয়া জায়েয নয়।

ফতোয়া সমগ্রতে (৮/২৪৪) আরও এসেছে-

জুমারদিন খতীবের খোতবা চলাকালে কথা বলা জায়েয নয়; তবে উদ্ভূত কোন বিষয়ে খতীবের সাথে কথা বলতে হলে সেটা

জায়যে আছে।[সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন বলনে:

জুমার খোতেবা চলাকালে সালাম দয়ো হারাম। অতএব, ইমামরে খোতেবা চলাকালে যে ব্যক্তি মসজদিে প্রবশে করল তার জন্য সালাম দয়ো জায়যে নয় এবং অন্যদরে সে সালামরে উত্তর দয়োও জায়যে নয়।[বনি উছাইমীনরে ফতোয়াসমগ্র (১৬/১০০)]

শাইখ আলবানী বলনে:

কাউকে এ কথা বলা যে, 'চুপ থাকুন' আভধিানকি অর্থে অনর্থক কথা নয়। কারণ এটি সৎ কাজরে আদশে ও অসৎ কাজরে নষিধেরে অন্তর্ভুক্ত। তা সত্ত্বওে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটকিে অনর্থক কথা ও নাজায়যে হসিবেে উল্লখে করছেনে। খোতেবাকালে সৎ কাজরে আদশে ও অসৎ কাজরে নষিধেরে মত গুরুত্বপূর্ণ বষিয়রে উপর অধকিতর গুরুত্বপূর্ণ বষিয় তথা 'খোতেবা শুনার জন্য নরিবতা পালন'কে প্রাধান্য দতিে গয়িে তনিি এটাকে অনর্থক কথা হসিবেে উল্লখে করছেনে। সুতরাং যসেব কাজ সৎ কাজরে আদশে ও অসৎ কাজরে নষিধেরে সমপর্যায়ভুক্ত সগেুলোর ক্ষত্রেওে একই বধিান প্রযোজ্য। আর যদি সমপর্যায়ভুক্ত না হয়ে নম্নিপর্যায়রে হয় তাহলে নঃিসন্দহেে সটেি শরয়িতরে দৃষ্টতিে অনর্থক ও নষিদ্ধি হওয়ার ক্ষত্রেে অধকিতর যুক্তসিঙ্গত।[আল-আজউয়বিা আন-নাফআি (পৃষ্ঠা-৪৫)]

সারকথা:

জুমাতে উপস্থতি মুসল্লদিরে উপর চুপ থকেে ইমামরে খোতেবা শুনা ফরজ। ইমাম খোতেবা প্রদানকালে কথা বলা নাজায়যে। তবে দললিরে ভত্তিতিে যে কয়টি বষিয় এ বধিানে অন্তর্ভুক্ত হবে না সগেুলো ছাড়া; যমেন- খতবিরে সাথে কথা বলা, কংিবা খতবিরে কথা জবাব দয়ো, কংিবা কোন অন্ধকে পড়ে যাওয়া থকেে রক্ষা করার মত জরুরী কোন বষিয় ঘটল।ে

ইমামকে সালাম দয়ো ও ইমামরে পক্ষ থকেে সালামরে জবাব দয়ো এ নষিধোজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হব।ে কারণ ইমামরে সাথে কথা বলার অনুমোদন দয়ো হয়ছেে কোন প্রয়োজন কংিবা কল্যাণরে স্বার্থ;ে এর মধ্যে সালাম দয়ো পড়ে না।

শাইখ উছাইমীন তাঁর রচতি 'আল-শারহুল মুমতি' (৫/১৪০) গ্রন্থে বলনে:

কোন কল্যাণরে স্বার্থ ছাড়া ইমামরে অন্য কোন কথা বলা নাজায়যে। কথা বললে সটো নামাযরে সাথে সংশ্লষ্টি কোন কল্যাণরে স্বার্থে কংিবা যে বষিয়ে তখন কথা বলাটা ভাল এমন কছিু হতে হব।ে এমন কোন কল্যাণরে বষিয় না হলে ইমামরে কথা বলা নাজায়যে।

আর কোন প্রয়োজনরে স্বার্থে কথা বলা আরও অধকিতর যুক্তযিুক্ত। প্রয়োজনরে মধ্যে পড়ব-ে শ্রোতা খোতেবার কোন একটি বাক্য বুঝতে না পারলে জজ্ঞিাসা করা। কংিবা খতবি কোন একটি আয়াতে এমন ভুল করলনে যা অর্থকে বকিৃত করে

দয়ে এক্ষত্রে খতবিকে স্মরণ করয়িে দয়ো।

কল্যাণরে মর্যাদা প্রয়োজনরে নচিে। কল্যাণরে মধ্যে পড়বে- মাইক্রফোনে যদি সমস্যা দখো দয়ে তাহলে ইমাম ইঞ্জনিয়িারকে বলতে পারনে: 'দখেুন তো মাইকে সমস্যা কি?'[সমাপ্ত]

আল্লাহই ভাল জাননে।